R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
৪৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে মাঘ বুধবার, ১৩৯১ সাল
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

আর এস পিকে শক্তিমান করতে ত্রিদিববাবু গ্রামে গ্রামে ঘুরবেন, দেবুবাবুও মন্ত্রিত্ব ছাড়বেন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলায় আর এস পি'র ক্রমহ্রাসমান শক্তিকে বাড়াতে দলের প্রবীণ নেতা ত্রিদিব চৌধুরী অবশেষে সংগঠনের দায়িত্ব নিচ্ছেন। সেইসঙ্গে কারামন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জীও মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়ে ত্রিদিববাবুর সঙ্গ দেবেন। উভয় নেতা জেলার ২৬টি ব্লকে ব্যাপক সফর করবেন। নানা কারণে এবং নেতাদের উপর অভিমানে যে সমস্ত কর্মী আর এস পি থেকে সরে গেছেন উভয় নেতা তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুনরায় দলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। জেলা পর্যায়ে এনিয়ে দলের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা এখনও চলছে। প্রাথমিক ভাবে প্রথম পর্যায়ে নেতারা চাইছেন, জেলা ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের সমস্যাদি, পঞ্চায়েত সমূহে দুর্নীতি, পুলিশ ও আমলাদের কার্য্যকলাপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। বহরমপুরে দলের এক নেতা জানান, এইসব আন্দোলন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নয়। তবে ওই নেতার সঙ্গে কথা বলে যা বোঝা গেছে তাতে আভাষ মিলেছে আর এস পি মোটামুটিভাবে ফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম বিরোধী একটা হাওয়া গড়ে তুলে নিজেদের জনসমর্থন বাড়াতে চাইছে। ওই নেতার ধারণা জেলায় বামফ্রন্টের মধ্যে এখনও ত্রিদিববাবু ও দেবুবাবুর কিছুটা 'সৎ ইমেজ' রয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে আর এস পির খুব একটা অসুবিধে হবে না। আর তাছাড়া এ সম্পর্কে রাজ্য নেতৃত্বেরও সায় মিলেছে। জানা গেছে, খুব শীগ্‌গির বহরমপুরে একটা বড় আকারের সম্মেলন করবে আর এস পি। ওই সম্মেলনে দলের ছোট বড় সব কর্মী ও নেতাকেই ডাকা হবে। তাদের কাছ থেকে দলে ভুল ত্রুটি ও ক্ষোভ-দুঃখের কথা শুনবেন নেতারা। জানা গেছে, ওই সম্মেলনে জঙ্গিপুর মহকুমার এক দলীয় এম এল এর বিরুদ্ধে ওই এলাকার কর্মীরা অভিযোগ তোলার চেষ্টা করবেন। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি নিজামুদ্দিনের চাল-চলন নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন ওই কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, ওই এম এল এ ও নিজামুদ্দিন তাঁদের এলাকায় ক্রমশঃ জনসমর্থন হারিয়ে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। এদের কেউ কেউ আজ লক্ষ টাকার বাস মালিক কি করে বনলেন—সাধারণের মধ্যে এ প্রশ্ন উঠেছে। বহু কর্মীর অভিযোগ, দেবু ব্যানার্জীও মন্ত্রীত্ব পেয়ে দলের দুর্দ্দিনের কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। বিপদে আপদে কর্মীরা যাঁরাই তাঁর কাছে ছুটে গেছেন তিনি তাঁদের ঠিকমত সাহায্য করেননি। গত ৭ বছরে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলায় সাত্তার বিরোধী গোষ্ঠী ক্রমশঃ জোরদার

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : প্রবীণ শ্রমিক নেতা হাজী লুৎফল হককে বহিষ্কারের প্রশ্নে মুরশিদাবাদে ইন্দিরা কংগ্রেস দলে সাত্তার বিরোধী গোষ্ঠী ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠছে। অন্যদিকে জঙ্গিপুর মহকুমায় আপামর কংগ্রেসী মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। গত কয়দিনে বহু কংগ্রেস কর্মী ও নেতা জেলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে 'সাত্তার সাহেবের নিজের পায়ে কুড়ুল মারার সামিল' বলে মন্তব্য করেছেন। মুরশিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস-ই রাজনীতি মোটামুটিভাবে দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর একটির নেতা আব্দুস সাত্তার। যার পিছনে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন হাবিবুর রহমান, কাঞ্চন মুখার্জি, প্রদীপ মজুমদার, মহঃ সোহরাব, ইদ্রিশ আলী প্রমুখ। অন্যদিকে সাত্তার বিরোধী গোষ্ঠীতে রয়েছেন কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, শঙ্করদাস পাল, আব্দুস বারি বিশ্বাস, আলিহোসেন মণ্ডল, সুব্রত সাহা। শেষোক্ত দলে আরও একজনের নাম সংযোজিত হতে চলেছে। তিনি হোলেন লুৎফল হক। রাজনীতির হাঁড়ির খবর যারা রাখেন তাদের মতে, সাত্তার বিরোধী এই গোষ্ঠীর পিছনে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এ বি এ গনিখান চৌধুরীর মদত রয়েছে। জেলা কংগ্রেস তরফে লুৎফল হককে বহিষ্কারের প্রস্তাব তাই এই মুহূর্তে কার্য্যকরী করা হচ্ছে না। কারণ শ্রীহককে পার্টি থেকে বহিষ্কারের ক্ষমতা জেলা কেন, প্রদেশ কংগ্রেসেরও নেই। এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বরকতের অনুমোদন ছাড়া লুৎফলের বহিষ্কার এক্ষেত্রে কার্য্যকরী করা যাবে না। এদিকে লুৎফলের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে দল বিরোধী কাজের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে সাত্তার বিরোধী গোষ্ঠী পাল্টা অভিযোগ তুলে তা খণ্ডন করার চেষ্টা করছেন। বহরমপুরে এক কংগ্রেস নেতা বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে আব্দুস সাত্তার জেতেন ১২ হাজার ভোটে, এবারে লালগোলায় কংগ্রেস মাত্র ৪ হাজার ভোট বেশী পেয়েছে। ভগবানগোলায় ৪ হাজারেরও বেশী ভোটে কংগ্রেস পিছিয়েছে অথচ বিধানসভায় ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস জিতেছিল। স্বভাবতই এ নিয়ে কথা উঠেছে। কেন এত ভোট কমল সাত্তার সাহেবকে তার উত্তর দিতে হবে বলে ওই নেতার মন্তব্য। সাত্তারের ভাই সিরাজুল এবারেও কংগ্রেসের বিরোধীতা করেছে। অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন—ওই নেতা এসব প্রশ্নও তুলেছেন। অন্যদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসে ফিরে আসার পর সুদীপ ব্যানারজি জেলা রাজনীতিতে নতুন করে মাথা ঘামাতে শুরু (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরলোকে রবি পণ্ডিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : দাদাঠাকুরের পৌত্র এবং কংগ্রেস (ই) দলের শ্রমিক ও যুবনেতা রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত ৫ ফেব্রুয়ারী বেলা দেড়টায় তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি একমাত্র কন্যা, স্ত্রী, পিতা-মাতা, চার ভ্রাতা, দুই ভগ্নী এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ওই দিনই রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে রবীন্দ্রকুমারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বহু অনুরাগী তাঁদের সদালাপী এবং স্বল্পভাষী প্রিয় নেতাকে চোখের জলে শেষ বিদায় জানান। রবীনের আকস্মিক মৃত্যুতে শহরের সর্ব্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর খবরে সকলেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। বিকেলে কয়েকশো মানুষ তাঁর মৃতদেহ নিয়ে মহাশ্মশান অভিমুখে রওনা দেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখারজিসহ পুরকমিশনারবৃন্দ, প্রাক্তন পুরপতি, গৌরীপতি চ্যাটারজি, প্রাক্তন এম এল এ মহঃ সোহরাব প্রমুখ তাঁর মৃতদেহে মাল্যদান করেন। এছাড়াও সি পি এম ও আর এস পি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রবীনকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

সত্যনারায়ণ ভকত-এর সংযোজন :
এবং হঠাৎ রবুও চলে গেল। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই ইহকালের পরপারে সে চলে গেল। রেখে গেল স্মৃতি—শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি। কিন্তু সে যে এভাবে চলে যাবে. এটা ছিল স্বপ্নেরও অতীত। তাই তার সম্পর্কে সেরকম কিছু সংগ্রহ করে রাখিনি, ভেবে রাখিনি। তাই লিখতে বসে স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কিছুই মনে আসছে না।

একদিন দুদিন নয়, একমাস দুমাস নয় এক বছর দু বছরও নয়—দীর্ঘ এগারো বছর ধরে রবুকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। দীর্ঘ সাত বছর একই ঘরে ঘুমিয়েছি। কংগ্রেসের যখন জয়-জয়কার তখনও রবুকে দেখেছি (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর
যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে মাঘ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

পচা রুটি

ক্ষুধাই ত জগতের সব কিছু। জঠরজ্বালা না থাকিলে কোন কিছুরই বালাই থাকিত না। জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির কোন চর্চার অবকাশ থাকিত না। মানুষ নিষ্কর্মা হইয়া থাকিত। অতি প্রত্যূষকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাবৎ কর্মযজ্ঞ এবং তজ্জনিত ব্যস্ততা ও কোলাহলের কোন প্রয়োজন অনুভূত হইত না। সমগ্র জীবজগৎ স্থাণু হইয়া পড়িত। আর মানুষও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিত। সে বনে-গুহায় অথবা গ্রাম জনপদে, কোথায় কি জীবন যে যাপন করিত, তাহা চিন্তা করা যায় না। উদরের তাড়না রহিয়াছে, তাই সকলে কর্মচক্রে ঘুরিতেছে। সকলের মূল লক্ষ্য উদরান্ন সংস্থান।

শিশুদের পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য রাজ্যসরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে টিফিন প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইমত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে রুটি দেওয়া হইয়া থাকে। এই রুটি সরবরাহ করিবার জন্য বিভিন্ন রুটি প্রস্তুতকারক বরাত পাইয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে থাকাকালে শিশুদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সেইজন্য রুটি বিতরণ করিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজ্যসরকার এইরূপ একটি মহৎ কর্ম করিয়াছেন।

।কন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অতি সত্বর পশুতে পরিণত হইয়া যায়। ক্ষুধার অন্ন লইয়া ইহারা যে অপকর্ম করিয়া থাকে, তাহা ক্ষমার্হ নয়। আজ নির্ভেজাল খাদ্য পাওয়ার আশা করা মানে মূর্খের স্বর্গে বাস করা। খাঁটি বা বিশুদ্ধ খাদ্যের কথা বলিলে লোকে হাসিবে। কিন্তু শিশুপাল বধ করিবার যে মানসিকতা, তাহাও এই স্বাধীন দেশে লক্ষণীয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরবরাহকৃত রুটি সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শুনা যায়। রুটির মান নিকৃষ্ট, খারাপ ময়দা প্রভৃতি ঘটনা না ঘটিয়াছে এমন নয়। আমাদের পত্রিকায় (২৩-১-৮৫) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, গত ৭-১-৮৫ তারিখ সাগরদীঘি সার্কেলের বালিয়া আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দ্বিপ্রাহরিক জলযোগ হিসাবে দুর্গন্ধযুক্ত পচা রুটি দেওয়া হয়। ক্ষুধার জ্বালায় তাহাই গলাধঃকরণ করা হয়। এক বিশিষ্ট বেকারী প্রতিষ্ঠান এই রুটি সরবরাহ করে।

প্রশ্ন এইখানেই। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি অর্থকৌলীন্যের ফলে দামীনামী আইনজীবী নিয়োগ করিয়া ভবিষ্যতের মামলা (যদি দায়ের করা হয়) পার পাইবেন। কিন্তু নিরপরাধ কচি শিশুরা ঐ অখাদ্য খাইয়া রোগাক্রান্ত হইবার হাত হইতে রক্ষা পাইবে কিরূপে? এ হেন অপরাধ যে করে, তাহার শাস্তিবিধান সকলের নিকট উদাহরণ স্বরূপ হইয়া থাকা দরকার।

এম আর ডিলাররা আন্দোলনের পথে

সুতী : জঙ্গিপুর মহকুমা এম আর ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুদ্দোজা বিশ্বাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ান পৌরসভায় অত্র এ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনের পর পরই তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন। নিত্য ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির চাপে জনগণের সাথে সাথে এম আর ডিলারগণও বিপর্যস্ত এবং একটানা সংকটের দ্বারা আক্রান্ত।

স্বাধীনতার ৩৭ বছরে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু না কিছু বেতন ও ভাতা বেড়েছে, কিন্তু রেশন ডিলারদের মজুরী বা জীবন-জীবিকার দীর্ঘস্থায়ী মূল সমস্যাদির আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি। তাদের আজও মান্ধাতা আমলের কমিশনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এমনিতেই রেশনে নিয়মিত ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয় না। সে কারণে এবং অতিরিক্ত পরিবহন খরচ, কাগজ, কলম এবং অন্যান্য খরচ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় রেশন ডিলারদের বছরের পর বছর লোকসানের আবর্তে পড়ে পরিবার পরিজনসহ অর্ধভুক্ত থাকতে হচ্ছে। সরকার রেশন ডিলারদের মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করে তাদিকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত ৭ দফা দাবীগুলি একমাসের মধ্যে কার্য্যকরী করা না হলে এ্যাসোসিয়েশন সেগুলি আদায়ের দাবীতে লাগাতার উচ্চ পর্য্যায়ের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

ছাত্র পরিষদ কমিটি গঠন

অরঙ্গাবাদ : গত ৬ ফেব্রুয়ারী জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রী মনোজ চক্রবর্ত্তীর উপস্থিতিতে সুতী ব্লক ২ র ২৯ জনের একটি ছাত্র পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মকর্ত্তাদের মধ্যে আবু তাহের আলী, সভাপতি ইয়াদ আলী ও শ্রীকাজল সিংহ সহ-সভাপতি, শ্রীপরেশকুমার সরকার ও কামরুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, শ্রীপ্রমোদকুমার জৈন, সহ সম্পাদক এবং শ্রীসুখেন হালদার ক্যাশিয়ার নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই সভাকে বানচাল করার জন্য লুৎফল হক চক্রের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, গত লোকসভার নির্ব্বাচনে লুৎফল হক ও তাঁর গোষ্ঠীরা প্রকাশ্যে সি পি আই (এম) র হয়ে কাজ করেন। এই সভায় লুৎফল হক ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে দল বিরোধী কাজ করার অভিযোগ এনে তাদের বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি আরও জানান যে, সি পি এমের হয়ে কাজ করার জন্য অনুরূপ ভাবে জেলা ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি আজিজুর রহমানকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

স্কুলে স্কুলে বই বদলের খেলা

ধুলিয়ান : সমসেরগঞ্জ কি প্রাথমিক, কি হাইস্কুলে ঢালাওভাবে প্রতিটি ক্লাসে বই বদলের গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণ কি দেশ, কাল এবং অভিভাবকদের মর্ম্ম বেদনার কথা স্মরণ করে পাইকারী হারে বই বদল করেছেন?

লোকে বলে এইসব আকর্ষণ বিকর্ষণের মূলে রয়েছে নাকি ষ্টিলের আলমারী ও মোটা টাকা ভেটের ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও নাকি বই বদলের এই কারবারে স্কুটারেরও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। দেশের স্বার্থে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আজকাল কতভাবে যে, জনসেবায় ব্রতী রয়েছেন জনগণ নামক অভাজনদের পক্ষে তা বোধগম্যের বাইরে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বি জে পির রাজ্য সম্মেলন

ফরাক্কা : গত ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারী ফরাক্কা ব্যারেজে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দলের সভাপতি বিষ্ণুকান্তি শাস্ত্রী, সাধারণ সম্পাদক তপন শিকদার, সুকুমার ব্যানার্জ্জি, অনিমা বসু, শান্তি রায় এবং সর্বভারতীয় সহ সভাপতি সুন্দর সিং ভাণ্ডারী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনে প্রধানতঃ সাংগঠনিক ও নির্ব্বাচনী বিষয় নিয়ে পর্য্যালোচনা করা হয় বলে স্থানীয় অভ্যার্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ষষ্টিচরণ ঘোষ জানিয়েছেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারী বৈকাল ৩টায় ফরাক্কা নেতাজী ময়দানে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্য উন্নয়ন শিক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের ব্রাহ্মণীগ্রাম জুনিয়র বেসিক স্কুলে সুসংহত আদিবাসী প্রকল্পের প্রকল্পধীন ২০ জন আদিবাসী এবং সাধারণ ২০ জন যুবককে একটি বিশেষ মৎস্যচাষ উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষা শিবিরে গত ১৬-১-৮৫ অতিরিক্ত জেলা শাসক অতুলকুমার দত্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন, গ্রামের ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী সেই সব মানুষদের যাদের চাষের জমির আয়ে বারমাস চলে না তাদের জন্য এই পরিকল্পনা। তিনি কিভাবে মাছ পালন করলে তাড়াতাড়ি পুকুরে মাছ বাড়বে তার একটি সুন্দর পদ্ধতি জানান। জেলার তফশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি বিভাগের বিশেষ আধিকারিক ভোলানাথ ধর এবং তফশীল ও আদিবাসী অর্থ নিগমের জেলা ব্যবস্থাপক পরেশনাথ কুণ্ডু এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সুজয়কুমার নিয়োগী এই সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। এরপর ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল শিক্ষা দেন। পনের দিন প্রশিক্ষণ শেষে বিষ্ণুপুর মৎস্য হ্যাচারী শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে দেখান হয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র
সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে
সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

পার্টিতে জেহাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ সিপিএম পার্টির একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং দল থেকে তাঁদের বহিষ্কারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় অনৈক নেতার কয়েক বিঘা জমি কেনাকে কেন্দ্র করে দলীয় দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এ ধরনের দাবী উঠেছে বলে প্রকাশ। এই গোষ্ঠীর অভিযোগ, টাকার জন্য রসিদ কাটতে হয় না, অথচ ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে সেই টাকার একটা অংশ নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জমা দিয়ে বাকী টাকাটা নাকি আত্মসাৎ করা হয়। তাই দুর্নীতিগ্রস্থ নেতৃস্থানীয় ক্যাডারদের দল থেকে বহিষ্কারের জন্য এই গোষ্ঠী উঠে পড়ে লেগেছেন।

ট্রাক পিষ্টে—মৃত্যু ৪

গত ৬-২-৮৫ আহিরণ ব্রীজের উপর একটি ট্রাক গতি রোধ করতে না পারার ফলে চার জনের উপর এসে পরে। ফলে সনাতন সর্দার, বিজলী মণ্ডল, আশারাণী মণ্ডল ও অঞ্জলি মণ্ডল মারা যায়।

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

NTPC FSTPP

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun-742 236, Dist. Murshidabad (W. B.)

GRAM : THERMPOWER FARAKKA

National Thermal Power Corporation Ltd. (FSTPP) invites tenders from reputed manufacturers and their authorised dealers for supply of following Equipment/Machanieries.

Sl. No.	Tender No. and Date	Description	Qty.	Delivery Required
1.	T-351 dt. 1-1-85	Water Deminerlising Plant-Capacity 100 Ltrs. per hour & TDS-5 PPm(Max) conductivity-5 Micro	1 (one) No.	May '85
2.	T-352 dt. 1-1-85	Set of Portable Synchronous 30T Jacks. Required lifting capacity 175 mm/Min. These Electrically driven Jacks will be required for lifting locomotive in repair shop.	5 (five) Nos.	do
3.	T-337 dt. 31-12-84	Dry Air Generator, required for preventing moisture absorption of capacity 4 to 5 Nm3/Minute.	1 (one) No.	do

1. Applications separately for each catagories are to be forwarded with detail pamphlets/catalogue/list of product supplied to reputed organisations, documents to establish authorisation for agency/Distributorship etc. must be submitted as credentials to issue tender documents.
2. Value of tender documents : 1) T-351 Rs. 50/-
   2) T-352 Rs. 100/-
   3) T-337 Rs. 50/-

   Crossed D/D in favour of National Thermal Power Corporation Ltd., IPO encashable at Khejuriaghat Post Office is only acceptable. No money orders are acceptable.
3. Last date for sale of tender 15-3-85.
4. Tender opening date 10-4-85.
5. NTPC takes no responsibility for delay, loss or non-receipt of application/tender documents/offers. NTPC reserves the right to accept/reject any application without assigning any reason.

CHIEF MATERIALS MANAGER (F)/PC

পরলোকে রবি পণ্ডিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শান্ত ধীর-স্থির ; আবার কংগ্রেসের যখন দুর্দিন তখনও রবুকে দেখেছি নিজের সিদ্ধান্তে রবু অবিচল। কংগ্রেসের যখন দোর্দণ্ড প্রতাপ—রবু কিন্তু তখন কোন সুযোগ নেয়নি। নিজের কোন ভাইকে চাকরিতে ঢোকায়নি, নিজেও কোন ভালো চাকরি নেয়নি। আজকালকার দিনে এ ধরনের চরিত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দাদাঠাকুরের পৌত্র বলেই হয়তো সে এরকম চরিত্রের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিল। আমার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে তর্ক প্রায়ই হয়েছে, কিন্তু ঝগড়া কোনদিন হয়নি। অন্য দলের লোক বলে অবজ্ঞা কাউকে করেনি। সবার সঙ্গে ছিল তার সদ্ভাব এবং সকলের কথা সে শুনত। এই জন্যই সবাই তাকে ভালবাসতো। পরোপকার ছিল তার আর এক সাধনা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চক্রান্তের শিকার হয়ে একবার রবুকে কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করতে হয়েছিল। তখন আমি জনসাধারণের মতামত যাচাই করে তার সম্পর্কে এই কাগজে লিখেছিলাম। কারণ আমি জানতাম, সাংবাদিক হিসেবে সেটা ছিল আমার কর্তব্য। নির্দোষ রবু অব্যাহতি পাক—আর পাঁচজনের মত আমারও ছিল সেটা কাম্য। অনেকের ধারণা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' রবুর পারিবারিক পত্রিকা বলে অনেক সুযোগ সুবিধা রবু পেত। কিন্তু আর কেউ জানুক বা না জানুক, আমি ভালো করেই জানতাম রবুর সম্পর্কে এরকম ধারণা করা কত ভুল। পত্রিকা এবং সংবাদ সম্পর্কে রবুকে আমি কোনদিন নাক গলাতে দেখিনি। কংগ্রেসের রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত বা শ্রমিক নেতা বা যুবনেতা রবি পণ্ডিতের চেয়েও তার বড় পরিচয় ছিল রবু ছিল সদালাপী, স্বল্প এবং মিষ্টভাষী সত্যিকারের মানুষ। দাদাঠাকুরের সুযোগ্য উত্তরপুরুষ।

নির্ব্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলার ৬৫-কান্দী বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র বাদে অবশিষ্ট আঠারটি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচক তালিকার সংশোধনের জন্য নাম অন্তর্ভুক্তির দাবীর ও আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ পর্য্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ২২-২-৮৫ থেকে ৮-৩-৮৫ পর্য্যন্ত নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবি ও আপত্তির দরখাস্তগুলি বিবেচনা করা হবে। আগামী ১৫-৩-৮৫ তারিখে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হবে।

জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

দেবুবাবুও মন্ত্রিত্ব ছাড়বেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দলের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়েছে। দলের জেলা নেতৃত্বের বাস্তবিক পক্ষে বর্তমানে কোনো ভাল ইমেজ নেই। ফলে আর এস পি'র শক্তি জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সাক্ষাতকারী ওই নেতার মতে, প্রতিটি পর্যায়ে সি পি এমের লেজুরবৃত্তিও দলের ক্ষতি করেছে। সবচেয়ে লজ্জার কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সি পি এমের বঞ্চনা সহ্য করে করে দল এখন দেউলিয়ার পর্যায়ে নেমে গেছে। বহু ভাল কর্মীও দল ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকে আবার কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছেন। ক্ষুব্ধ ওই নেতা এসব নিয়ে ত্রিদিববাবুর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলবেন সুযোগ বুঝে। তাঁর মতে, প্রয়োজনে সাংগঠনিক পর্যায়েও কিছু কিছু রদবদল করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

স্থপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনীয়ার-এর অফিস, কন্‌ষ্ট্রাকশন্ সার্কেল

৩ (ডিষ্ট্রীবিউশন)

ষ্টেশন রোড, পোঃ + অঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

পিন—৭৪২১০১

আবেদন

মুর্শিদাবাদ জেলায় অগভীর নলকূপ বিদ্যুতায়িত করার বিশেষ কর্মসূচী ত্বরান্বিত করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী সফল ও ব্যাপক রূপায়ণের জন্য অগভীর নলকূপে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের নির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্র ও অঙ্গীকার পত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের নিকটবর্ত্তী গ্রুপ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই অফিস এবং। অথবা এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, নির্ম্মাণ উপবিভাগ (বিতরণ) অফিস হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যুৎগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে সত্বর দাখিল করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের নিকটবর্ত্তী গুচ্ছ নলকূপসমূহ, একই অঞ্চলে ৪/৬ জন গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য একই সঙ্গে আবেদন করিলে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া

রঘুনাথগঞ্জ

C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

সাত্তার বিরোধী গোষ্ঠী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। যদিও জেলায় তার তেমন কোন শক্তি নেই তবু এই মুহূর্তে সবার লক্ষ্য সুদীপবাবুর উপর। তবে জেলা রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে সুদীপবাবুকে সাত্তার বিরোধী গোষ্ঠীতেই যোগ দিতে হবে। কেননা আপাততঃ জেলা রাজনীতিতে প্রিয় সুদীপের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী সুব্রত মুখারজির মদত রয়েছে আব্দুস সাত্তারের দিকে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন —৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অচ্যুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।